বন্দে মাতরম

যোগীন্দ্রনাথ সরকার-
সঙ্কলিত

সখারাম গণেশ দেউস্কর
ও
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত

সিটি বুক সোসাইটি
৬৯নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :—সুধীন্দ্রনাথ সরকার
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দে মাতরম্

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৩

মূল্য ১।০ আনা

প্রিণ্টার—পি, দাস, সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ভূমিকা

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে পেট্রিয়টিজম্ বলিলে যাহা বুঝায়, আমাদের দেশে তাহা পূর্ব্বে কখনও ছিল না। কারণ, বর্ত্তমান কালের ন্যায় পেট্রিয়টিজমের বা স্বদেশ-প্রীতির প্রয়োজন সেকালে ছিল না। দেশ যখন স্বাধীন ছিল, রাজারা পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন, বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার ভার সমাজের একশ্রেণীর লোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল—বরং দেশরক্ষাই ক্ষত্রিয়দের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল এবং তাঁহারা সেই ধর্ম্ম প্রাণপণে পালন করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন, তখন স্বভাবতই পেট্রিয়টিজমের প্রয়োজন ছিল না। তাই ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও সাহিত্যগ্রন্থে কেবল সমাজ-প্রীতি, স্বধর্ম্ম-প্রীতি, বিশ্বজনীন-প্রীতি প্রভৃতির চর্চ্চার উপদেশ ও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই বাক্যের অর্থ এখনকার তুলনায় অতীব সঙ্কীর্ণ ছিল, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। আয়তনে ভারত-ভূমি রুশিয়া-বর্জ্জিত ইউরোপখণ্ডের সমান। এখানকার ন্যায় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও পৃথিবীর অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। এই

কারণে, সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি দেশ ও স্বদেশ বলিয়া লোকে মনে করিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন দেশের প্রতি লোকের ঔদাসীন্যের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল—আমরা ভারতবর্ষকে বা স্বদেশকে কখনও হারাই নাই।

মুসলমান-শাসনকালেও আমরা স্বদেশকে কখনও হারাই নাই। নবাব বাদশাহেরা আমাদের নিকট খাজনা লইতেন; হয়ত সময়ে সময়ে জিজিয়া করও আদায় করা হইত; কিন্তু দেশটা আমাদের হাতেই ছিল। মুসলমান নরপতিরা করগ্রাহী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দেশের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ব ছিল, তাহা হইতে কখনই আমাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। দেশের ধনধান্য দেশের লোকেই সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পাইত, মুসলমানের রাজ্যে হিন্দুরা মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব পর্য্যন্ত করিতে পাইত। মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক অশান্তি ঘটিলেও দেশের শ্রী সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ছিল, বরং উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছিল।

ইংরাজের আমলে আমাদের অন্য উন্নতি যতই হউক, ভারতবর্ষের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ব ছিল, তাহা আমরা ক্রমেই হারাইতেছি। এখন দেশবাসীর পক্ষে দেশের উচ্চপদ লাভের পথ সঙ্কুচিত হইতেছে, দেশের ধনধান্য পরে ভোগ করিতেছে, শিল্পী আর শিল্পকৌশল প্রকাশের অবসর পাইতেছে না, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছে না, বলবানের বল প্রকাশের সুযোগ লোপ পাইয়াছে, কৃষকের বহুযত্নে উৎপাদিত শস্য বিদেশীর উদর-জ্বালা নিবারণ করিতেছে, দেশ দিন দিন নিরন্ন ও নির্ধন হইয়া উঠিতেছে, এক কথায় আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক্ হইতে স্বদেশকে হারাইতে বসিয়া আমাদের এখন

স্বদেশের প্রতি একটা টান জন্মিয়াছে। আমরা হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি প্রীতি অনুভব করিতেছি।

মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্র হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কল্পে দৃঢ়তা নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই, সকলেই জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল ও নির্জ্জীব অবস্থায় কালহরণ করিতেছে, দেশের জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সঙ্গীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান কালের স্বদেশভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলির উৎপত্তির কারণ।

সঙ্গীতের শক্তি অসীম। "গানাৎ পরতরং নহি।" সঙ্গীতে মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তি লাভ করে। সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় মুমূর্ষু সমাজশরীরে নবপ্রাণের সঞ্চার করে। জাতীয় সঙ্গীত ভিন্ন জাতীয়-চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয়-ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্ত্তমান সঙ্গীত গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় "বন্দে মাতরম্" প্রচার করিতেছেন। এ দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজন প্রশংসিত জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ একখানি সঙ্গীত-সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এ সময়ে এই মহৎ অভাবের পূরণে অগ্রসর হইয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয়, তিনি এই

পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে “বন্দে মাতরম্” প্রচারিত হইল, তাহা আংশিক ভাবে সুসিদ্ধ হইলেও প্রকাশকের শ্রম সার্থক হইবে।

৭ই ভাদ্র, ১৩১২
কলিকাতা

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গলা দেশে তত্ত্ববোধিনীসভা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুমেলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এদেশে যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার ভাব-বন্যা জাগাইয়া তুলিয়া ছিলেন, বাঙ্গলার কবিকুল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া সেই ভাব-বন্যাকে আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলেন। “মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান,” “চল্‌রে চল্ সব ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান,” “দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন,” “কতকাল পরে বল ভারত রে, দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে,” “বন্দে মাতরম্” প্রভৃতি গান ও “বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,” “ভারতভিক্ষা,” “এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি” প্রভৃতি কবিতা এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে মাতাইয়া তুলিল। জাতীয়-জাগরণে এ সমস্ত সঙ্গীত ও কবিতা জাতির

অমূল্য সম্পদ্। এ গুলিকে ভুলিলে অতীতের ঐতিহ্য ও জীবনে স্পন্দনের পারম্পরিকতাকে হারাইয়া জাতির ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িবে। সেজন্য এগুলি যাহাতে বিস্মৃতির অতলস্পর্শে তলাইয়া না যায়, জাতির প্রাণ-স্পন্দনে এখনও গতিবেগ এবং শক্তির সঞ্চার করিয়া জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূর করিতে সহায়ক হয়, তাহার জন্য এ সকলের সংগ্রহ-পুস্তক একান্ত আবশ্যক। জাতির এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। পর বৎসর ঐ সঙ্গীত গুলির ইংরেজি তর্জ্জমা লাহোর হইতে প্রকাশ করেন শ্রীশচন্দ্র বসু ও উহার হিন্দি তর্জ্জমা বাহির করেন শ্রীশবাবুর বন্ধু লালা লাধারাম নন্দ। ঢাকানিবাসী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় "সঙ্গীত-মুক্তাবলী" নামে বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর ও সকল ভাবধারার সঙ্গীতের যে বৃহৎ সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করেন, তাহাতেও জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ ভাল স্থানই লাভ করিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রকাশিত "স্বরলিপি গীতিমালা" নামে পুস্তকাকারে স্বরলিপির যে পুস্তক বাহির হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রথম কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার পর সরলা দেবী চৌধুরাণী "শত গান" নামক স্বরলিপি-পুস্তকেও কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এ সমস্ত গুলি বিদগ্ধ সমাজে আদৃত হইলেও জন-সাধারণের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের আদর বাড়ে বিংশশতকের প্রারম্ভে, স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙ্গলার কবিকুল এই সময়ে গানে গানে আকাশে বাতাসে জাতীয় ভাবধারার প্লাবন বহাইয়া দিলেন। এ সময়ে দলে দলে তরুণ গায়কগণ হাটে, মাঠে, ঘাটে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এজন্য নূতন নূতন গানের চাহিদা হইতে লাগিল, পুরাতন সঙ্গীত-গুলিকে

খুঁজিয়া বাহির করিয়া শিখিয়া লইবার আগ্রহও দেখা দিল। কিন্তু পূর্ব্বের সংগ্রহপুস্তকগুলি তখন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সেই অভাব দূর করিতে যাঁহারা চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তাঁহাদের সবার অগ্রণী। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে "বন্দে মাতরম্" এই নামে তখনকার প্রায় সকল জনপ্রিয় গানের একটি সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করিয়া দেশের একটি মহৎ অভাব পূরণ করিলেন। তাঁহার এই কাজ যে সে-সময়ে কত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং দেশের কত বড় চাহিদা তিনি মিটাইয়াছিলেন, তাহা ঐ পুস্তক বাহির হইতে না হইতে ফুরাইয়া যাওয়াতে মাত্র নয়দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ এবং তাহার দুই সপ্তাহ পরে তৃতীয় সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। একমাসের মধ্যে একটি সংগ্রহ-পুস্তকের তিন তিনটি সংস্করণ বাংলা দেশের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনাই যোগীন্দ্রবাবুর শ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও শ্রমের সার্থকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। যোগীন্দ্রবাবুর পুস্তকের প্রতি জনমনের সাড়া অন্যান্য সংগ্রহকর্ত্তার সৃষ্টি করিল ও অল্পদিনের মধ্যে নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় "বন্দনা" নাম দিয়া আর একটি সংগ্রহপুস্তক বাহির করেন। সে সময়ের প্রয়োজন এগুলি মিটাইয়াছে ও জাতীয় আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু উহার প্রয়োজন আজও মেটে নাই। বিশেষ ভাবে যে সমস্ত ঘটনা বা বিষয় জাতির স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খাকে জাগাইয়া তুলিতে সামান্য ভাবেও সাহায্য করিয়াছে, সেগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা স্বাধীন ভারতে আজ বেশী প্রয়োজন। তাই যোগীন্দ্রবাবুর বংশধরগণ যে পিতার কীর্ত্তিকে বিস্মৃত না হইয়া জাতির সম্মুখে পুনরায় আনিয়াদিলেন, সেজন্য তাঁহারা

ধন্যবাদের পাত্র। যোগীন্দ্রবাবুর সংগ্রহের সহিত ইহাঁরা আরও কয়েকটি এমন গান সংযোজিত করিয়াছেন, যেগুলি জাতীয় সঙ্গীত-জগতে এমন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, সেগুলি ব্যতীত সংগ্রহ-পুস্তক বড়ই অপূর্ণ বোধ হইত। এই নব সংযোজন পুস্তক-খানিকে সময়োপযোগী করিয়াছে। আমি আশা করি যে, জনসমাজে এই সংগ্রহপুস্তকখানি আদৃত হইবে এবং তাহার ফলে যোগীন্দ্রবাবুর বংশধরগণের স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।

৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
২রা আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে মাত্র একমাসের মধ্যেই "বন্দে মাতরমের" তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পরেও আরও ২।১টি সংস্করণ বাহির হইয়া থাকিবে। কিন্তু চতুর্থ বা তাহার পরবর্ত্তী সংস্করণের কোন বই এখন অবধি সংগ্রহ করিতে না পারাতে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত "বন্দে মাতরম্" তৃতীয় সংস্করণ হইতে এই পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রিত হইল। তৃতীয় সংস্করণে যাহা যাহা ছিল, তাহাদের সবগুলিই এই পুস্তকে আছে, তাহা ছাড়াও এমন কয়েকটি জাতীয়-সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে, যেগুলি ব্যতীত যে কোন সংগ্রহ-পুস্তক বড়ই অপূর্ণ বোধ হইত।

আশা করি, জন-সমাজে এই নব-কলেবর "বন্দে-মাতরম্" পূর্ব্বের ন্যায়ই আদৃত হইবে।

২রা আষাঢ়, }
১৩৫৫ সাল }

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার

সূচী

বন্দে মাতরম্

তিলকামোদ—ঝাঁপতাল

বন্দে মাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,
শস্য-শ্যামলাং, মাতরম্ ।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং,
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্ ।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র

ভৈরবী

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি !
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি !
জনক-জননী-জননি !
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি !
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;
চির কল্যাণময়ি তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনি ।

—রবীন্দ্রনাথ

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
বর-পুত্রের তপ-অর্জ্জিত-গৌরব-মণি-মালিনি !
কোটি-সন্তান-আঁখি-তর্পণ হৃদি-আনন্দকারিণি—
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !

যুগযুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস, মা, কমল-বরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী ।
নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী ।
হাস, মা, কমল-বরণি !

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী !
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে দশদিক্‌পালিনী !
অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-করবালিনি !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !

—সরলা দেবী ।

বন্দে মাতরম্

মিশ্র বারোঁয়া—ঢিমে তেতালা

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী!
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী!
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙালিনী!
কিসের দুঃখ মা গো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে;
জাগিবে শক্তি; উঠিবে ভক্তি;
জান না আপনায় সন্তানশালিনী!

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

জাগো জাগো।

জাগো জাগো ভারত-মাতা
চরণ-তলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

অগণন জনগণ-ধাত্রি!
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রি।

মঙ্গলযুত তব কান্তি;
তব গুণ গৌরব তব যশ-সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।

শূরজননি সুরপূজ্যে!
নিহত সুকৃতি তব হত সুখ গৌরব
দনুজ-দলিত নব রাজ্যে।

নব্য জগত-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ-বিদেশে।

জাগো জাগো ভারত-মাতা
চরণ-তলে তব রোদন-উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
নমো হিন্দুস্থান!

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
নমো হিন্দুস্থান!

সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম্ম-নিশান! ধর্ম্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,

গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।

গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাবে "নমো হিন্দুস্থান!"

জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—

নমো হিন্দুস্থান!

—সরলা দেবী

বাউলের সুর

আমার সোনার বাংলা,

আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে

ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)-

ও মা, অঘ্রাণে ভোর ভরা ক্ষেতে

কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা, কি ছায়া গো,
কি স্নেহ, কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত, (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলা-ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)—

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল, তোমার চাষী ॥
ও মা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলো, সে-যে আমার
মাথার মাণিক হবে ॥
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে, (মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি

— রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক। দেখ, বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা;
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণামানন্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি রহেছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব ! বলুন আমারে।

শিক্ষক। নহে তুচ্ছ মসী-রেখা ; অই হিমাচল,
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহ-দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ। দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,
বসি যে আশ্রম-মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ, যুগ,
হইয়াছে পুণ্য-ভূমি ;—কর নমস্কার।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস ! অমর-ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই বিন্ধ্যাচল, বৎস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস ; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে ;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,

শোভিছে এ দেশ-মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা, চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য প্রবাহিনী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ,
সীতারাম-পদ-স্পর্শে, কর নমস্কার।
গুরুদেব! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।
অই বঙ্গভূমি, বৎস! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে ;
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
"সুজলা", "সুফলা", "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ঐ নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে

জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিত-পাবনী
তারিতে সগর-বংস অবতীর্ণ যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস ! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব ! কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক। আছে শত শত, বৎস ! কি বর্ণিব আমি !
বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু ;
রত্ন-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল ; পদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তট-দেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে করিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে,
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী ; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,

শোভিতেছে উজ্জয়িনী ;—বিক্রমের পুরী ;
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস ! দেশ দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী.
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ :
তেমতি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ : আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নহে ! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার

হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও বৎস! অগ্রসর। ভারত-জননী
করুণ মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গে শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে!
পারে না বহিতে নদী জল-ভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
শরৎকালের প্রভাতে!

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে!

অবসর আর নাহিক তোমার,
আটি আটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম পথে পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি' মেঘ-ভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী,
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী!
স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার-তলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জল-হারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে-হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত চরণে,
দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী !

—রবীন্দ্রনাথ

রামপ্রসাদী সুর

তুই মা মোদের জগত-আলো
সুখে দুখে হাসিমুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো !

মা বলে মা ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো !

ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই,
থাক্ না ওদের গৌরবরণ,
হলেমই বা আমরা কালো !

পরের পোষাক খুলে ফেলে
ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ-ধারা আজি ঢালো !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ভৈরবী—রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশা-ভরে, চাহিছে মুখ 'পরে,
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি' !
কাহার ভাষা হায়, ভুলিতে সবে চায়,—
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি,
চিনিতে আর নাহি পারি !
আপন সন্তান, করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন !
সে স্নেহ-উপহার, রুচে না মুখে আর—
সে যে আমার জননী রে !

—রবীন্দ্রনাথ

নট—বেহাগ—ঝাঁপতাল

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি !
এ দুঃখ তোমার হায় সহিতে না পারি !

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন—ভূপালী—চৌতাল

তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব মহিমা !
তুমি ত মা আছ তেমতি পূজ্য, আমরাই শুধু হয়েছি তুচ্ছ ;
আপনার ঘরে হয়েছি মা পর ;
জানি না, কি পাপে এ তাপ সহি মা !

এখনও তোমার গগন সুনীল উজল তপন-তারকা-চন্দ্রে,
এখনও তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে ;
এখনও ভেদি হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা—
ঢালিয়া শতধা পীযূষ পুণ্য তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা !
তুমি ত মা সেই 'সুজলা সুফলা' ;
—এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে ;
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব ; আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে ? তুমি ত মা, সেই মহিমা গরিমা
পুণ্যময়ী মা !

—দ্বিজেন্দ্রলাল

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ !
বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই—
আপন সন্তান !

তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি ?
পরধনে ধিক্ গর্ব্ব, করি করযোড়
ভরি ভিক্ষা ঝুলি !
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে !
সে-ই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান,
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ,
কি দিবে সম্মান !

—রবীন্দ্রনাথ

সিন্ধু

(তবু) পারি নে সঁপিতে প্রাণ !
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় ব'লে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জ্ঞান ।

অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে 'পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনি কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান!
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান!
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা, যেও না পরের দ্বার;
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার!
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু,
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান।

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ বলে,
নিম্মিল মন্দির যারা স্থন্দর ভারতে :
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—
পরাধীন হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে :
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতূরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল ! পূরিবি কি রে পুন নব-রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুন কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কুলাঙ্গার

"আর্য্য !" আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর ! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার ?
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলিছে, হায় !
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তার ?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার ?

ইতিহাসে ?—অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাস কয়,
এই সেই আর্য্যালয়
আমরা সেই বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে, এই জোনাকী-সঞ্চার ?

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে,
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটি * ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;
অনন্ত ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,
যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত ;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্যবল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ, কক্ষে তরবার,
আমাদের অশ্রুজল, ভিক্ষাপাত্র সার

কি দোষে না জানি, হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন ;
আমাদের, হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল !

স্বষ্টিকর্ত্তা !—বল নাথ !—
সর্ব্ব-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবন-ঘায়,
উঠিতে পড়িতে হায় !
এই ক্ষুদ্র বালিরাশি করিলে সৃজন,—
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক-অর্পণ ?

বিদরে হৃদয়, নাথ !
বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন ?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ ?
এই গ্রাসমুক্ত, নাথ ! হবে কি কখন ?

হায় ! যেই আর্য্যনাম
আছিল জগৎপূজ্য ;—আছিল অচল
অটল হিমাদ্রি-সম,
সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্মপত্রে জল !

—নবীনচন্দ্র সেন

কাফি

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে !
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে !
তুমি ত দিতেছ মা যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী-বারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে কিছু না কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে !
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে !
শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে !

—রবীন্দ্রনাথ

সিন্ধু—কাওয়ালি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা।

—রবীন্দ্রনাথ

যমুনা-লহরী

লগ্নী—খং

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও ।

কত শত সুন্দর, নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও ।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও ।

যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও ।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও ।

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও ।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও ।

তব জল-কল্লোল— সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও ।
আজি শব-নীরব রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও ।

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত, চীনে, ব্রহ্মা, তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

* * * *

অহো! কি কু দিবসে গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে শ্মশান ভারত,
পর অসি-ঘাত-নিপাতে ও।

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশ ও।
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ আশে ও।

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঙ্গে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে
 গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা
 সে গত যৌবন-রেখা ও।

*   *   *   *

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত,
 তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
 ব্যক্তিতে মন-অভিলাষে ও।

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
 পরিমিত স্থর পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
 আকাশে শুধু বায়ু ও।

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
 জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে দুখ শত সহিয়ে,
 চরিছে লোক কি আশে ও

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

ভৈরবী—একতালা

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না ক আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,

ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
ছুঁচ্ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

—মনোমোহন বসু

ভারত-ভিক্ষা

(যুবরাজের কলিকাতায় আগমন-উপলক্ষে রচিত)

পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার—
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?
কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ ওরে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি'
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি'
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব !

হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নির্ম্মল।
মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিলা মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র, নিতান্ত ঘৃণিত
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল !
"হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হ'লিনে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হ'লি—কেন রে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?
"নিবিছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর

লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
"নাহি কি সলিল, রে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে।
"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হায় মা !

হায় ! মা ভারতভূমি ! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায় ! মধুমক্ষিকারে ?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার !
অফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হ'তে যদি, তবে মাতঃ ! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর ;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার ।
ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বক্ষ বীর্য্যের আধার ।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষ-রত্নে, দিগ্-দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্যে হ'ত বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর !

—নবীনচন্দ্র সেন

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

কত কাল পরে, বল ভারত রে !
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে !
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে !
পর-হাতে দিয়ে, ধন-রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে !
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে !
পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে !
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে,
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে !
খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে !
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে !
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ-সুখে
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে !

নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে !
বিধি বাদী হ'লে পরমাদ রটে,
পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে !
কি ছিলে কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে,
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুখ,
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

ঝিঁঝিট—একতালা

উন্নতি উন্নতি উল্লাস ভারতী
মুখে দিবারাতি বল রে !
কিসের উন্নতি দেশের দুর্গতি
দেখে শুনে তবু ভোল রে !
বটে জলে স্থলে ভারত-মণ্ডলে,
যেন মন্ত্র-বলে ধোঁয়া-যন্ত্র চ'লে,
একই দিবসে কাশী যাই চলে,
তাই কি আনন্দে গল রে !
চঞ্চলা দামিনী বিমান-চারিণী,
তব বার্ত্তা বহে, আসিয়া অবনী,

এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী
তাই বিস্ময়ে টল রে !
কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার,
এত যন্ত্র দেশে কোথা যন্ত্রী তার ?
স্বত্ব অধিকার কি তাহে তোমার ?
মিছা আশাদোলে দোল রে !
নদী সিন্ধুনীরে পোত ঘরে ঘরে
গর্ভে গুরুভার চলে গর্ব্বভরে,
তা' দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে,
দেশের দারিদ্র্য গেল রে।
কিন্তু রে অবোধ সে পোত কাহার ?
স্বত্ব অধিকার কি তাহে তোমার ?
যাদের বাণিজ্য তাদেরি বেলায়
চালায় ধবল দল রে !
চিনির বলদ তোমরা কেবল,
কেরাণী, মুহুরী, সরকারের দল,
কাকের কি ফল পাকিলে শ্রীফল,
উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে !

—মনোমোহন বসু

জন্মভূমি

শ্যামল-শস্য ভরা !
(চির) শান্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী ;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত ।
ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রিমণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত সরসিজ-রঞ্জিত ।
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত ।
সামগান-রত আর্য্য-তপোধন,
শান্তি সুখান্বিত কোটি তপোবন,
রোগ শোক দুঃখ পাপ-বিমোচন ।
ওই সুদূরে সে নীর-নিধি,—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি !

—রজনীকান্ত সেন

কালচক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া,—
উন্নত গগন-পরে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া।—
মানবে দেখায়ে পথ, চলেছে তড়িৎবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।
হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি, দেখ রে মানব-জাতি
ছুটেছে তাদের সনে, আনন্দ উৎসাহ-মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।
চলেছে চাহিয়া দেখ, বোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল-পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
জলধি, পৃথিবী, মেরু, প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।
চলেছে বুধ-মণ্ডলী নরে করে কুতূহলী,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা ছিঁড়িয়া আনিছে তা'রা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া।
আকাশ-পাতাল-গত পঞ্চভূত আদি যত—
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।
দেবতা অসুরগণ ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা, সাহিত্য-দর্শন-কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া।

কমলা অজস্র ধারে ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে,

ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।

কবিকুল কোলাহলে মুখে জয়ধ্বনি বলে,

উন্নতি-তরঙ্গ-সঙ্গে ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,

স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।

অই দেখ অগ্রে তার পরিয়া মহিমা-হার

চলেছে ফরাসি-জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

অস্থির বাসনানলে—স্থাপিতে অবনীতলে,

সমাজ-শৃঙ্খলামালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।

চলেছে রে দেখ চেয়ে শক্ত বাহু প্রসারিয়ে

অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া,

আমেরিকা-বাসীগণ, নদ, গিরি, প্রস্রবণ,

জলনিধি উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

অই শোন্ ঘোর নাদে পূরাতে মনের সাধে,

পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।

বিনতা-নন্দন-সম ধ'রে নিজ পরাক্রম

দেখ্ রে আসিছে রুষ বসুমতী গ্রাসিয়া।

ইতালি উতলা হ'য়ে স্ব কিরীট শিরে ল'য়ে

আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।

বিস্তারিয়া তেজোরাশি দেখ্ রে বৃটনবাসী

আচ্ছন্ন করেছে ধরা, মরুদ্বীপ সসাগরা,

যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।

প্রকাশি অসীম বল শাসিছে জলধি-তল,

শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া।

তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—

হতভাগ্য হিন্দুজাতি !—শোভে কি নক্ষত্র ভাতি,

উন্নত গগন পরে ধরাতল ভাতিয়া।

ছিল সাধ বড় মনে ভারত-ও ওদেরি সনে

চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া ;

আবার উজ্জ্বল হ'বে নব প্রজ্জ্বলিত ভবে

ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

জন্মিবে পুরুষগণ বীর যোদ্ধা অগণন,

রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর, নীরব ভারতপুর ;

একজন-ও কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।

এ ক্ষিতিমণ্ডল-মাঝ আর্য্য কি রে নাহি আজ

শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।

সে সাধ ঘুচেছে হায় !

আয় মা জননি আয়, লয়ে তোর মৃতকায়,

মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগিণী—প্রভাতী

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে !
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ্-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে !
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়ো না বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ্-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে !
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান,
লাজে নত-শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
অভয় মন্ত্রে মুক্ত হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাট-কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না !
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য-ভবনে,
কি সৌরভ-সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ-গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভা-জ্যোতি জ্বলিত !
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান,
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্য-পথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজি কি হয়েছে, চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রহেছি তোমারি সন্তান,
যদিও হয়েছি পতিত !

—রবীন্দ্রনাথ

কাফি—একতালা

উঠ গো বাণি বীণাপাণি,
উঠ গো কল্প-কাননে।
উঠ গো বঙ্গ-বিনোদিনী আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে।
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
প্রাণময়ি, কর প্রাণ দান,
পিযূষ-শক্তি-সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
তড়িত-তেজ স্ফুরণে!

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মিশ্র-কাওয়ালী

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী ! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা !
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে।

কোরাস্—

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো !

কাণ্ডারী নাহিক কমলা ! দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে।
তোমার অভয়-পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।

কোরাস্—

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি

ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কুজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে।

দূরিত করি' পাপপুঞ্জে, তপঃপুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে !

কোরাস্—

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ সেন

খাম্বাজ-আড়াঠেকা

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান !
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয়!

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয়!

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয়!

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয়!

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়!
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়!
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয়!

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী ;
জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী ;
উঠ মা জননি ! উঠ মা জননি !
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি !
ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি !
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার ?
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
আর ঘুমাইও না ভারত-জননি !

তনু পুলকিত ; ভূত ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ।
দেখে বর্ত্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ।
বর্ত্তমান পারে দেখি দুই ধারে
অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত
ভারতের প্রজা, ভারত-সন্তান,
ওই উচ্চরবে করিতেছে গান।
বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্ন শোকে
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত।

ওই যে বাল্মীকি, ওই কালিদাস,
ওই ভবভূতি, ওই বেদব্যাস,
ওই যে শঙ্কর, বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রাস।
আরো শত শত নাম করি কত,
ভারত-আকাশে সবে সুপ্রকাশ।
নাচ্ রে লেখনী, জাগ্ রে হৃদয়,
আজ শত সূর্য্য প্রাণেতে উদয়!
উর গো ভারতি! ভাল ক'রে সতি,
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ!

উঠ গো দুর্ব্বল শিশুদের মাতা,
ভাবনা কি তোর বিশ কোটি সুতা?
বারেক উঠিয়া নয়ন মুছিয়া,
ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা—
নিজ পুত্র বলে' দেখাও সকলে;
দুটি রত্ন ল'য়ে কর্ণিলিয়া মাতা
করে অহঙ্কার, তুমি গো জননি!
রত্নগর্ভা নিজে, এত রত্নমণি
সকলি তোমার, তবে অহঙ্কার,
কেন না করিবে হ'য়ে হর্ষযুতা?

চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন, প্রাণে পুরে রাখি।
হায় জন্মভূমি ! পুণ্য-ভূমি তুমি,
দেও পুণ্যবারি, দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে, খ্যাত এ সংসারে
আন সে বিশ্বাস, তাই ল'য়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়,
কই তা'তে সুখ ? মরীচিকা প্রায়—
প্রতিপদে দূরে, ওই যায় সরে
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি !

দেখে অধীনতা ঘোর কাল-রাতি,
সব শক্র মি'লে জ্বালিয়াছে বাতি ;
যাহা কিছু ছিল, সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি !
সভ্যতার নামে, আসি আর্য্যধামে
নর-শক্র যত, করিছে ডাকাতি !
যাক্ এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস,
দেও সে নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ ;
দেও সে বৈরাগ্য, ভারত-সৌভাগ্য,
আমি পুনরায় ধর্ম্ম ল'য়ে মাতি !
যার আছে ভাষা, দিক্ সে রসনা ;
কবি যদি থাকে, দিক্ সে কল্পনা ;

শিবরাত্রি মত, থাক্ অবিরত,
জ্বালায়ে শলিতা ব'সে যত জনা।
হ'বে না কথাতে, কেবল লেখাতে,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে ;
নতুবা লিখিতে, অথবা বলিতে,
আমিও তো পারি তাতে কি বলো না ?

ও রে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যে রূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,—
আয় সে প্রকার, থাকি শুদ্ধাচার,
মৃত-স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে, তবে রে উল্লাসে,
নাচিব গাহিব সকলে মিলিয়ে !
যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক্ অমানিশি ভারত-আকাশে ;
আশার-শলিতা, রাবণের চিতা,
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে !

—শিবনাথ শাস্ত্রী

উৎসাহ-অনল

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন, কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল !
বিভব-গৌরব-মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল ।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল !
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনা-বারি আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল ?
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল।
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !

—দ্বিজেন্দ্রলাল

বীণা

বাজ্ রে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় কর্ রে ঘোষণা,
জলদ নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

ওরে তন্ত্রি, রাখ, প্রেম-গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন।
মৃত-সঞ্জীবনী-সঙ্গীত উঠাও,
জাগাও, নিদ্রিত ভারতে জাগাও,

সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত-কন্দর,
কর মৃতদেহে শোণিত-সঞ্চার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

মা'র এ দুর্দ্দশা দেখা নাহি যায় !
সকল-ই জাগিল, উঠিয়া বসিল,
মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে,—প্রাণ ফেটে যায়—
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায় ?
ভারত কি তবে লুটাবে ধূলায় ?
ধ্বনিত করিয়া কানন কান্তার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

বাজ্ ঘোর রবে ঘন ঘন বীণ,
গাও, চিরদিন রবে না কুদিন !
হে ভারতবাসী, হে আর্য্যতনয়,
চেয়ে দেখ, প্রাচী আজ প্রভাময় !
নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি,
পোহাইল তব কাল বিভাবরী ;
এই কি সময় নীরব থাকার ?
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

ঘরে ঘরে যাও, আর্য্যগুণ গাও,
ভারত-সঙ্গীতে দিগন্ত ডুবাও,
আর্য্যহৃদিরূপ শুষ্ক সরোবরে
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও,
গর্জ্জে সিংহ যথা বীর অবতার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

সুধার সুধারা ঢেল না রে আর,
তাতে জাগিবে না জননী আমার ।
'মেঘ মল্লারের' নহে রে সময়,
'বসন্ত' 'হিন্দোলে' তোষে না হৃদয়,
জ্বলন্ত 'দীপক' ধরিয়া এখনি,
জ্বাল চারিভিতে উৎসাহ-অনল,
মৃত ভারতের হেম মূর্ত্তিখানি,

সে অনলে পুড়ি কর্ রে উজ্জ্বল।
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
আলস্য, জড়তা, দৈত্য দুরাচার!
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
বিলাসী বাঙ্গালী আর্য্যকুলাঙ্গার!
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
—স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ষের—
ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার!
ছাড়ি' অন্যালাপ বাজ্ একবার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ,
উৎসাহ-অনল প্রজ্বলিত কর;
সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ,
স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর।
সে অনল-শিখা করিয়া গর্জ্জন,
হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,
সে অনল-শিখা ভারত-সাগরে
বাড়বাগ্নি যবে বর্দ্ধিত করিবে,
সে অনল যবে তর্জ্জন করিয়া
আনন্দে কবিবে ব্যোম আলিঙ্গন,
দেখিও রে তাহা নীরবে বসিয়া
রোম দগ্ধ 'নীরো' দেখিল যেমন!

কিন্তু যত দিন মায়ের এ দশা,
এ মহীমণ্ডলে কি সুখ তোমার ?
ত্যজি নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছ সুখ-আশা,
ঘোর রবে বীণা বাজ্‌রে আমার !

—দীনেশচরণ বসু

বেহাগ

আগে চল্, আগে চল্, ভাই,
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কি বা ফল, ভাই !
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে' পাঁজি পুথি ধরে'
সময় কোথা পাবি, বল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,

(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত—
হৃদয়ে বহিয়া, বল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

দেখ্ যাত্রী যায়, জয়-গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দ-স্বরে কে রয়েছে ঘরে,
কোনে ক'রে দলাদলি?

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহা বেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে, তা'রা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল্, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

পিছায়ে যে আছে, তারে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে ক'রে,
কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

চির দিন আছি ভিখারীর মত,
জগতের পথ-পাশে,
যারা চ'লে যায়, কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।

ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে—
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

—রবীন্দ্রনাথ

অহং—একতালা

(বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশ একবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে মাধবাচার্য্য নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরে নগরে বীরত্ব ও উৎসাহবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া নিম্নের সঙ্গীতটি লিখিত হইয়াছে।)

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে—
"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!"

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী
তাতার, তিব্বত অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

* * * *

ধিক্ হিন্দুকুলে, বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ্ ধায় মহা কুতূহলী
ভারত-নিবাসী যত কুলাঙ্গার !

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ ।
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তা'রা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তা'র,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী-পতাকা ধরায় তুলিতে
বারেক জাগিয়া করিলে পণ ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন !

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
রবি-শশী-তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল ।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশনসম,
হিন্দু-বীর-দর্প বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ।

সকলি ত আছে, সে সাহস কই,
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ;
প্রবল তরঙ্গে সে উন্নতি কই ;
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা ।

হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি,
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছি গোলামি ;
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,—
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !

এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ-তপ আর যোগ-আরাধনা,
পূজা-হোম-যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর-কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে
স্বাধীনতা রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার,
হবে না, হবে না—খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ্,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও!

ঐ দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি-শশী-তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সেই জাহ্নবী-বারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল!

বাজ্‌রে রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে র'বে?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরী—মধ্যমান

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান্ ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান !
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?
ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,—
ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !

আজো বুদ্ধ-আত্মা, প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন, অভ্রান্ত ভাষায়,—
"ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

ঝিঁঝিট—একতালা

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক্ সুখে হাসিবে।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,

সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

—রবীন্দ্রনাথ

গভীর নিশীথে

গভীর রজনী! ডুবেছে ধরণী,
জাগ্‌রে জাগ্‌রে সাধের লেখনী!
প্রাণ-প্রিয় ভাই ভারত-সন্তান!
জাগ্‌রে সকলে শোন্ করি গান।
ভারতের গতি, ভারত-নিয়তি,
ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ!

কা'র কথা ভাবি, কোন্ দিক্ দেখি,
সব অন্ধকার যে দিকে নিরখি!
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান-আঁধারে
চিরমগ্ন, যেন আছে কারাগারে;

দারিদ্র্য-ভাবনা, অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক্ হইয়া কাঁদে পরস্পরে !

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ দেখি অবিরত ;
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা দেখি এক সনে ;
দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে,
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে ?

কাজ কি ঘুমায়ে থাকি জাগরণে,
কাজ কি বিশ্রামে খাটি প্রাণপণে,
এ ঘোর তুর্দ্দশা ঘুমালে কি যায় !
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়,
তিল তিল ক'রে আয় যাই ম'রে ;
বল বুদ্ধি মন মিলিয়া সবায়
আয় ধরে দিই ভারতের পায় !

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব আকালে,
তাও যদি হয়, হোক্ রে কপালে !
বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,

তবে রে জাগিবে ভারত-সন্তান !
আয় জন কত ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন করি অবসান,
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান !

আয় রে বোম্বাই ! আয় রে মান্দ্রাজ !
বৃথা গণ্ডগোলে নাহি কোন কাজ,
ভারতের তোরা অমূল রতন,
আয় সবে মিলে করি জাগরণ ;
মিলে পরস্পরে, দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা না যায় কেমন !

ভাই মহারাষ্ট্র ! তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা আছে চিরকালে।
দাঁড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক আমার ;
সাহসের কথা, শুনে যাক্ ব্যথা,
প্রিয় ভারতের হোক্ রে উদ্ধার ;
জয় মহারাষ্ট্র, জয় রে তোমার !

আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিখ,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ সকলি অলীক,

ভারত-রুধির সবার শরীরে,
ভাই ব'লে নিতে তবে শঙ্কা কি রে !
আয় ভাই ব'লে দিব প্রাণ খুলে,
ভাই হ'য়ে রব তোদের মন্দিরে,
ক'রো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙালীরে।

পাইয়াছি শিক্ষা, পেয়েছি ত মান,
তোরা ভাই সব আছিস্ অজ্ঞান।
তা ব'লে ভেবো না করিব মমতা,
আর বলিব না সুশিক্ষার কথা,
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তো'দিকে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা,
সবে এক হ'য়ে থাকিব সর্ব্বথা।

শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দ্দশা দেখ্ হলো ঢের,
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের।
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে,
—পুতে রাখ্ কথা মস্লেম্, কাফের—
বল শুধু—"মোরা প্রিয় ভারতের !"

ভারতের তোরা, তোদের আমরা,
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা !

সবে এক দশা তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুরিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
"আমাদের মাতা বাঁচিল আবার !"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

রামপ্রসাদী সুর

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে !
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে !
সেই গভীর স্বরে উদাস ক'রে
আর কে কা'রে ধ'রে রাখে !
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে !

মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কতদিনের সাধন-ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে!

—রবীন্দ্রনাথ

শঙ্করা—কাওয়ালি

চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে,
সাধ্‌রে সাধ্ সবে দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন?
উঠ, জাগো সবে, বল মাগো,
তব পদে সঁপিনু পরাণ!

এক তন্ত্রে কর তপ,

এক মন্ত্রে জপ ;

শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,

এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ দেশান্তে যাও রে আন্‌তে,

নব নব জ্ঞান,

নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো,

উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন

না করি দৃক্‌পাত ;

যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়,

তাহাতে জীবন কর দান।

দলাদলি সব ভুলি,

হিন্দু-মুসলমান ;

এক পথে এক সাথে চল,

উড়াইয়ে একতা-নিশান।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় !
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয় !
(বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয় !
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময় !
সুখ-স্বস্তি-স্বাস্থ্য-সার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায় ;
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায় ?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় !
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর ;
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর ;
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মা গো, জাগো জাগো ডাকে পুত্রচয় !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

নববর্ষের গান

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়,
শুন এ কবির গান।—
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান॥

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে।
যা' আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,
চরণের ধূলা লুটে।
সুর-দুর্ল্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে॥

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
　　তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
　　তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন,
　　তাই আমাদের দিও।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
　　তোমারি উত্তরীয়!

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
　　অশোকমন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
　　দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
　　চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
　　দাও সে মন্ত্র তব!

—রবীন্দ্রনাথ

উপনয়ন

আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল, ও গো তাপস মহান্ !
বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
বীজমন্ত্র তব। এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাল-বৃদ্ধ, যুবা-নারী
তব ভক্তদল ;—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
আজি হ'তে মোরা ; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন ! শূদ্র বিপ্রে স্ত্রীপুরুষে,
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গল প্রত্যূষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে !

স্থ-

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার!

—কামিনী রায়

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

নব বৎসরে করিলাম পণ
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, ল'ব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা!
নব বৎসরে করিলাম পণ
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা!

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র!
না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র!
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়-রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র!
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র!

পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ !
পরেছি পরের সজ্জা !
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি,
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থি মজ্জা !
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা !
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা !
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা !

—রবীন্দ্রনাথ

বন্দে মাতরম্

হাম্বির—তালফের্‌তা

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !
কে আছে জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে ।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে ।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে ।
চল যাই কাজে মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে !
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায় !
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায় !
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে !

—রবীন্দ্রনাথ

প্রভাত

আবৃত নভ নিবিড় ঘনে
ভুবন ঘন আঁধারে,
গরজে গুরু অশনি ভীম নিনাদে।
জাগিয়া ক্ষীণ কিরণ-কণা
কাঁপে আঁধার মাঝারে,
হরষ যেন জাগে অসীম বিষাদে!
জলদ ভেঙে অরুণ রেঙে উঠিছে;
জগত-তীরে প্রভাত ধীরে ফুটিছে।

জাগ রে আজি বঙ্গবাসী—
তামসী নিশি অতীত;
কিরণ- রেখা দিতেছে দেখা পূরবে।
রবে না নভে এ ঘন ঘটা—
হেরিবে রবি উদিত;
গাহিবে গীত বিহগ কত সুরবে,
দীপ্তিভরা আননে ধরা রাজিবে।
আবার মহী নয়ন মোহি সাজিবে।

জাগ রে জাগ বঙ্গবাসী—
প্রভাত আসি উদিছে!

জলদভেদি ভাতিছে নীল গগন রে।
গৌরবেতে সৌরকরে—
আশার কলি ফুটিছে,
সৌরভেতে মোহিয়া বন পবন রে।
হেরি, পুলকে ধরা আলোকে রঞ্জিত,
বঙ্গময় গাহ রে জয়-সঙ্গীত।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

হাম্বির—একতালা

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে!
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
ধর গো পূজার থালি,
রত্ন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল-ডালি,

মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন মাঝে—
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !
আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে !
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
তব সুগন্ধ ছুটিছে !
আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত-তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পর মাল্য কপালে
নব পল্লব গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে,—
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !

—রবীন্দ্রনাথ

আশার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা ;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে,
পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদ-কূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাইছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

—কামিনী রায়

আহ্বান

ওই শোন্ ওই শোন্ সকরুণ
মায়ের আহ্বান ;
আয় ছুটে আয়, আছিস্ কোথায়
অযুত সন্তান !
কে এখনো বসি' করে ছেলেখেলা,
আলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,
বিবাদে বিষাদে লাজে অপমানে
কে বা ম্রিয়মাণ ?
ওই শোন্ ওই শোন্
মায়ের আহ্বান !

জননীর দুখে কাঁদে না কি আজ
কাহারো পরাণ ?
কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,
কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি
মায়ের কল্যাণ !
ওই শোন্ ওই শোন্
মায়ের আহ্বান ।

—রমণীমোহন ঘোষ

মাতৃ-পূজা

জয় জয় জনমভূমি, জননি !
যাঁর স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী !

উজ্জ্বল-কাঞ্চন-হীরক-মুক্তা—
মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি !

সর্ব্ব-শৈল-জিত,-হিমগিরি-শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত পরিণত জ্ঞান-খনি !

জননি-তুল্য তব কে মর-জগতে ?
কোটিকণ্ঠে কহ, "জয় মা ! বরদে !"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে তপ্তরক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !

—রজনীকান্ত সেন

পরিশিষ্ট

শিবাজী-উৎসব

কোন্ দূর শতাব্দীর কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে—
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা

আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা !
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা, —
সে দিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা !

তারপরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশিতে
দিল্লীরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা !
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন !
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে !

সে দিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম !
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে !

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ,
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী !
যাহা মরিবার নহে, তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য, তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি !

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে

সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন !

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
—বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদরিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে—
সেই মতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা !

সেই মত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি !
বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি ?
তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার

এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ?

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে !
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে !

আজও তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে,
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে !
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছে আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে
সেই তব কাজ !

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—

আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল

হর হর হর !

শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,'

করিল আহ্বান,

মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,

বাঙ্গালীর প্রাণ !

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দীকাল ধরি'—

জানে নি স্বপনে—

তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'

দিবে বিনা রণে !

তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান

আজি অকস্মাৎ

মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,

নূতন প্রভাত !

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্ম্মরাজ,

ডেকেছিলে যবে,

রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ

সে ভৈরব রবে।

তোমার কৃপাণ-দীপ্তি একদিন যবে চমকিলা

বঙ্গের আকাশে,

সে ঘোর দুর্য্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমরমূরতি,—
সমুন্নত ভালে ;
যে রাজকিরীট শোভে, লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনো কালে !
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি, চিনেছি হে রাজন্,
তুমি মহারাজ !
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ !

সে দিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' ল'ব !
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব !
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল !
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল !

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এককণ্ঠে বল
"জয়তু শিবাজি !"

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি !
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
সম্ভোগ করুক্ আজি এক যজ্ঞে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে !

—রবীন্দ্রনাথ

পরিবর্দ্ধিত - অংশ

(১)

জাগে নবভারতের জনতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

একই স্বপনে-পাওয়া নূতন পথে,
এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে,
আসে নবভারতের আত্মার সারথি এ কংগ্রেস,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ,
মুক্তির একতারে বাজে সেই বারতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

আমার চলার পথে বাঁশি দিল যে,
আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে,
ভূভারত-অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস,
নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ,
ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

তুমি স্তবধ্বনি শত দেবদেউলের,
শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের,
মহাভারতের তুমি নব হিমালয়,
গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়,
জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস,
নবযুগসাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস,
শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস,
নবসুরে নবরঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা ;
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

'অভ্যুদয়'

(২)

ধন-ধান্য-পুষ্পে-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন-ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৬)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে ॥

যদি কেউ কথা না কয়,
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়,
তবে পরান খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বল রে ॥

যদি সবাই ফিরে যায়,
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়,
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে ॥

যদি আলো না ধরে,
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪)

বড় হংস শারঙ্গ—চৌতাল

মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি,
স্বদেশের ধূলি মস্তকে মাখি,
নব আনন্দে উজ্জ্বল আঁখি—
গাহ "বন্দে মাতরম্" ।

পৃথ্বী-মাঝারে উন্নত শিরে,
নিজ নির্ভরে দাঁড়াও হে ফিরে,
দাঁড়াও হে ফিরে মায়েরে ঘিরে—
গাহ "বন্দে মাতরম্" ।

বঙ্গের যত নগরী পল্লী,
ফুলগন্ধিত বিটপী বল্লী
নব সঙ্গীতে উঠুক ধ্বনিয়া—
গাহ "বন্দে মাতরম্" ।

গাহ শস্য-শ্যামল-মাঠে,
গাহ গঞ্জে, বন্দরে, হাটে,
অন্দরে, পথে, নৌকায় রথে—
গাহ "বন্দে মাতরম্" ।

স্খলিতবচনে গাহ প্রবীণ,
জলদমন্ত্রে গাহ নবীন,
বীণানিন্দিত কণ্ঠে বালক—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

গাহ দুর্দ্দিনে, গাহ পার্ব্বণে,
জন্মে, মরণে, জপ, তপ, রণে
দীক্ষামন্ত্র ঐক্যমন্ত্র—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

ত্রুটি অপরাধ থাক্ যদি থাকে
ভয় কি, মা আজি আপনি ডাকে ;
মাতৃসেবায় সব ত্রুটি যায়—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

হও বিপন্ন, হও অশরণ,
মাতৃমন্ত্র রাখিও স্মরণ,
অমর জগতে মাতৃসেবক—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

(৫)

শ্মশানে কি নতুন করে লাগল সবুজ রঙ,
সঞ্জীবনীমন্ত্র সে কি "বন্দে মাতরম্" ?
উড়েছিল খাক্ হয়ে যা, ফুলের শোভা ধরল কি তা,
মৃত্যুপুরে নতুন প্রাণের দেখছি নতুন ঢঙ।
"করব কিংবা মরব"-মন্ত্রে জাগল সারা দেশ,
মরা মায়ের অঙ্গে আজি মনোহরণ বেশ।
যারা অধীনতার ফাঁসে রুধেছিল জীবন-শ্বাসে
বিদায়-ঘণ্টা ওই তাহাদের বাজল যে ঢঙ ঢঙ।
শ্মশানে আজ নতুন করে লাগল সবুজ রঙ।

—সজনীকান্ত দাস

(৬)

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে,
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই,
এখন ওরা যতই গর্জ্জাবে, ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে,
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে,
ওরে ততই যে ঢেউ উঠবে।

তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
জেগে আছেন জগৎ-প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই
ধূলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে।

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্বোধন

(৭)

ঘুচাতে তোমার দৈন্য আজি মা
সন্তান সবে জেগেছে,
চেতনার নব অঞ্জন-রেখা
লুপ্ত নয়নে লেগেছে,
চির পর-দাস, টুটিয়াছে ফাঁস,
মাতৃচরণ ঘিরেছে,
তোমার উদার অঞ্চল মাঝে
স্নেহে জননী! ফিরেছে।
ঘরে ঘরে আজি মহাপূজা তব
কীর্ত্তিত তব গরিমা,
ধন ধান্যের পূর্ণ পসরা
ভাণ্ডার তব ভরি মা!
উত্থিত নিতি, বন্দন-গীতি—
আট কোটি প্রাণ মোহিয়া
বিধাতার শুভ-আশীষ ঝরিছে
শান্তির ধারা বহিয়া।
প্রেমডোরে তব দৃঢ় করি আজি
রাখ বাঙ্গালীরে বাঁধি মা!
পদতলে দলি বিদেশী-বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা!

হউক মলিন, তবু চিরদিন
অভিমান-মদ ভুলিয়া,
তোমারি বসনে ঘুচাইব লাজ
নতশিরে ল'ব তুলিয়া।
কর আশীর্ব্বাদ যুগযুগান্তরে
এ কামনা র'ক্ বাঁচিয়া,
নাহি কাজ প্রাণে, আজীবন শুধু
পরেরি প্রসাদ যাচিয়া ;
তোমারি কল্যাণ, নিশি দিনমান
সাধনা মোদের হ'ক্ মা—
তব পদরেণু সকল বাসনা
পবিত্র করি' র'ক্ মা !

—গিরিজাকুমার

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি, ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !" ॥

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্র।

শীর্ষে শুভ্র-তুষার-কিরীট, সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিছে প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি, তোমার সন্তান-তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ !
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৯)

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়তো রে ফল ফলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না॥

আসবে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলে কি রইবি থেমে!
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়তো বাতি জ্বলবে না।

শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।

বদ্ধ দুয়ার দেখবি বলে,
অমনি কি তুই আসবি চলে!
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না॥

—রবীন্দ্রনাথ

(১০)

এই শিকল-পরা ছল, মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের অন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল।

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আনব মাভৈঃ বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্চনা,
সে যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

—নজরুল ইসলাম

(১১)

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে।

যখন মুদে নয়ন করব শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে।

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণতলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন কালে ?

লাল টুপি আর কাল কোর্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
আমি মায়ের সেবায় রইব রত,
পাশব-বলে দিক জেলে।

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে ?

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে,
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?

বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে হয় সইতে রাজী,
উত্তমে চায় মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(১২)

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥
বাঙলার ঘর বাঙলার হাট
বাঙলার বন বাঙলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক, হে ভগবান ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২৩)

হাতেতে হাত মেলাও,
ভাই ভাই সারা ছুনিয়াই আজ,
জোরসে পা চালাও।
পথ কি অনেক দূর,
ছুর্গম বন্ধুর ?
আলো নাই, থাক, ভয় নাই তবু,
প্রাণের দীপ জ্বালাও।
নূতন যুগের দ্বার
রোধে কে পাহারাদার ?
কার লোভ করে প্রভাত আড়াল ?
তফাৎ সরে দাঁড়াও।
আকাশ ঘন ঘটায়
মিছেই ভয় দেখায়,
কিছু নাই যার কি হারাবে তার ?
কেবা হবে পিছপাও ?

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৪)

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ' !

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ' !

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কিনা মা গো তাদের জননী,
তুই কিনা মা গো তাদের দেশ !

একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ ?

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান !

যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো মা সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ !
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ !
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

খাম্বাজ—একতালা

কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল !
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
ঊষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে
কি বা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল—
ভারত-জননী জাগিল !

পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজ্‌রাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম-আলিঙ্গনে, করে রাখি কর
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর,
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।

প্রণয়-বিহ্বলে ধ'রে গলে গলে,
গাহিল সকলে মধুর কাকলে,
গাহিল—"বন্দে মাতরম্,

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,
শস্য-শ্যামলাং, মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে,
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে,
ভারত-জগত মাতিল !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬)

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
'হিন্দু, না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥'

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার॥

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

—নজরুল ইসলাম

(১৭)

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্মভার, মিলি সবার সাথে,
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ- দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে,
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

নূতন-যুগ-সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।

দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব, হৃত-আসন, নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নর-সমাজ-মাঝে,
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

জনগণ-পথ তব জয়রথ-চক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর-মাঝে,
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনি-পাতে।

ছায়া-ভয়-চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(১৮)

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি, উচ্চে তুলেছি মাথা,
আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।
'করিব অথবা মরিব'—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারতগাথা—
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা॥

শুনিতেছ না কি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খানখান,
মুক্তিকেতন উড়িছে আকাশে তারই বন্দনা-গান,
'করিব অথবা মরিব'—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
লক্ষ প্রাণের বলিবেদীমূলে নূতন আসন পাতা।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা॥

—'অভ্যুদয়'

(১৯)

বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে ॥

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনও অমৃত-বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী ॥

বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি ॥

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;

নানক, নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে ॥

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজ-কুল জন্মেনি মিছে ;
তুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য,
আসিবে, আবার আসিবে ॥

এস হে কৃষক কুটিরনিবাসী,
এস অনার্য গিরিবনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল হে মায়ের চরণে ॥
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,

এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে ॥
—অতুলপ্রসাদ সেন

(২০)

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র ।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি-ধর্ম-শিক্ষা ।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে ।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোহহং' ধর্ম ।

আর্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে চলে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হউক খর্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ?
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(২১)

শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননি ! গাহিতে পারি না গান।
তাই মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ ॥
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বারবার,
"সুখী কেবা আর মোদের সমান ?"
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশে-পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পদে লয় মোদের সন্ধান ॥
শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা অপরাধ তার,
হায় হায়, এ কি কঠোর বিধান !
না জানি জননি ! কতদিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

(২২)

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর

হও উন্নত-শির,—নাহি ভয় !

ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান্,

সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;

দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান

জগজন মানিবে বিস্ময় !

জগজন মানিবে বিস্ময় !

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,

হ'তে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন ;

ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন,

ঐ দেখ প্রভাত উদয় !

ঐ দেখ প্রভাত উদয় !

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে,

বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;

সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,

সত্যের নাহি পরাজয় !

সত্যের নাহি পরাজয় !

—অতুলপ্রসাদ সেন

(২৩)

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হলো হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—

শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥
এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২৪)

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দে না !
ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দেবার
এমন সুযোগ আর হবে না ।
যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই,—
তখন অমূল্য এ মানব-জনম বৃথা দিতে নেই ;—
ওরে ক্ষ্যাপা !
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দে রে মায়ের তরে,
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ-মায়ের ঘরে ;
কি দিয়েছিস্ লিখ্‌বে যখন পরকালের খাতা—
তখন তোরই দানে হবে উজল বইয়ের প্রথম পাতা ;
ওরে ক্ষ্যাপা !

— যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

(২৫)

ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই,
বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই,
আট কোটি প্রাণ, হ'রে আগুয়ান, জননী তোদের ডাকিছে ভাই।
দেখ্‌রে দেখ্‌রে যায় রসাতল, জাতীয় উন্নতি বাঙালীর বল,
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার, আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।
নগরে নগরে জ্বাল্ রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ, ডাকিছেন সবে—'সাজ্‌রে সাজ',
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান, "বন্দে মাতরম" গাওরে ভাই।

—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ওই শোন্, ওই শোন্, সকরুণ মায়ের আহ্বান;
আয় ছুটে আয়, আছিস্ কোথায় অযুত সন্তান!
কে এখানে বসি' করে ছেলেখেলা,
অলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,
বিবাদে বিষাদে লাজে অপমানে কে বা ম্রিয়মান?

ওই শোন্, ওই শোন্, মায়ের আহ্বান !
জননীর দুখে কাঁদে নাকি আজ কাহারো পরাণ ?
কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,
কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি' মায়ের কল্যাণ !
ওই শোন্, ওই শোন্, মায়ের আহ্বান !

—রমণীমোহন ঘোষ

(২৭)

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্ব মায়ের)
আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার 'পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা,
মাতার মাতা॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে-যে কী বা তোমায়
দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।

—রবীন্দ্রনাথ

(২৮)

চল্ রে চল্ রে চল্ রে ও ভাই
জীবন-আহবে চল্।
বাজ্‌বে সেথা রণ-ভেরী
আস্‌বে প্রাণে বল।
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে,
লাগুক্ জীবন দেশের কাজে,
জীবন দিলে জীবন পাবে
হউক্ জনম সফল।

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

(২৯)

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ-যে তিনি, ঐ-যে বাহির পথে॥
আয়রে ছুটে, টান্‌তে হবে রসি,
ঘরের কোনে রইলি কোথায় বসি?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোন মতে।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে।

ঐ-যে চাকা ঘুরছে ঝন্‌ঝনি
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?
রক্তে তোমার দুল্‌ছে নাকি প্রাণ
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্খা তোর বন্যাবেগের মত
ছুট্‌ছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে।

—রবীন্দ্রনাথ

(৩০)

এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ,
　　কে যাবি আয় আয় ;
বেলা যে বহে' যায়।
কোরো না দেরী, কোরো না দেরী,
　　শোনো নি কানে ভেরী ?
ডেকেছে গুরু, খেলা যে শুরু—
　　বাহির আঙিনায় ॥
আয় রে তোরা কে দিবি প্রাণ,
কে আজ সব করিবি দান :
মায়ের লাজ, ঘুচাবি আজ—
　　সতেজ দৃপ্ততায় ॥

—জাতীয় শিল্পীপরিষদ

(৩১)

জীবন নেওয়া নয় রে ব্রত,
জীবন দেওয়া পণ ;
শত্রু জেনেও হাসিমুখে
দিই যে আলিঙ্গন।
সত্যাগ্রহ ধর্ম্ম মোদের,
মন্ত্র সে যে আত্মবোধের
বিশ্বে কারেও ডরাইনেকো
অন্তর দুর্দ্দম।

অস্ত্র মোদের নাইকো হাতে
মাথায় অভয়-বর ;
বিভেদ-প্রাচীর গুঁড়িয়ে ফেলে
গড়ি মিলন-ঘর।
আঁধার পথের আমরা শিখা,
নূতন যুগের অগ্নিলিখা—
মা'র দেউলে জ্বালিয়ে রাখি
প্রদীপ অণুক্ষণ।

—প্রভাত বসু

(৩২)

কে ওরা ভক্ত হৃদয়-রক্তে রাঙ্গিয়ে পথের ধূলি,
উড়ায়ে ঊর্দ্ধে মাতৃ-পতাকা সকল স্বার্থ ভুলি,
চলিয়াছে ধ্রুব-আলোক পানে দলিয়া অন্ধকার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার।
ললাট রক্ত-তিলক-ভূষিত, সকল অঙ্গ শোণিতময়,
সহি' পৃষ্ঠে শত কশাঘাত, মুখে গাহিছে মায়েরি জয়,
সরম ভয় করেছে লয় ঘুচাতে চরণ-শৃঙ্খলভার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার।
জীর্ণ-প্রাচীর কারার দুয়ারে হানি সবলে কঠোর বাজ,
শুচি সততায় সব হীনতায় কাপুরুষতায় দিয়াছ লাজ,
বিধাতার দূত আনিবে ধরায় মন্দাকিনীর ধার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার।
রাষ্ট্র ধর্ম্ম সমাজে নব মুক্তিমন্ত্র করিতে দান,
করেছ তুচ্ছ উচ্চ আশা শান্তি সুখ গৌরব মান,
তোমরা স্থির, শান্ত তোমরা, রুদ্র মূর্ত্তি ঝটিকার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার।
আজি বিশ্ব মুগ্ধনয়নে হেরিছে এ মহা-অভিযান,
জাগায়ে পুণ্যকীর্ত্তিকাহিনী, মোহ-তিমির-মগণ প্রাণ,
জাগ্রত নবযৌবন-জলতরঙ্গ রোধে সাধ্য কার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

(৩৩)

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ-দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন-রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

—রবীন্দ্রনাথ

সমাপ্ত